



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 376 - 381

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

হরিশংকর জলদাস : প্রসঙ্গ নিম্নবর্গীয় মানুষের আত্মস্বর

সেখ সামিরুল ইসলাম

গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: sksamirulislam1996@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Lower Classes,
Subaltern,
People, Society,
Terrible,
Culture,
Movement.

Abstract

Like everything that is ongoing, the 'history of the lower classes' has a pace, there are rules. It has not only created a storm within history but has also created a stir in the fields of art, literature, culture, society, science, etc. Renjit Guha, a prominent writer of 'subaltern studies', has used the word 'lower classes' as the Bengali term for the English word 'subaltern'. In Bengali literature, the soul of the lower class people has not only blossomed in modern literature but has become a terrible document of the life and suffering of the lower class people from the very beginning of literary writing. For example, Charyapad, Mangalkavya, Shaktapadali and Geetika are its records.

Prominent writers of modern literature such as Manik Bandyopadhyay, Advaita Malla Burman, Mahasweta Devi, Debesh Roy, Abhijit Sen and others have also beautifully highlighted the ups and downs, mental actions and reactions, political and economic crises of the lower class people. The socio-economic context of Bangladesh in the 21st century, the production structure, the hierarchy, the process of social evolution, and the protest-resistance to protect their own existence, the mysterious writer Harishankar Jaldas has taken up the pen.

"There is always a group of unknown people in human civilization, they are the ones who are in greater numbers, they are the vehicles; they do not have time to become human, they are raised on the surplus of the country's resources. They eat the least, learn the least, and serve everyone; their work is more than everyone else, their disrespect is more than everyone else." (Rabindranath Tagore)

The 'pills of civilization' is the subaltern, i.e. the lower class, in today's terminology. But the nature of these unknown people that Rabindranath talks about is the outer layer of the lower class. So who should we call the lower class? According to Ranjit Guha, no matter what we call the Bratya, Dalit, Antyaja, Marginal, they have been defined under one roof, in one term, as the subaltern or lower class.

The critical theory of 'Subaltern Studies' is basically included in post-colonial practice. 'Subaltern Studies' is one of the significant information that has been created in the 20th century. Gayatri Chakraborty Spivak believes that those who are oppressed and destroyed by any kind of subordination and power under colonial rule are the lower class. According to Gyanendra Pandey, the untouchables, domestic servants, tribals, illiterate backward people, women, children and marginalized, the other class is the lower class. After the publication of the first volume of 'Subaltern Studies', there was an opportunity to see the lower class from a new perspective, in the light of new consciousness and information. It is in this context that we have selected Harishankar Jaldas' novel for our research. Because the experience of a Bangladeshi fisherman's life in prison has repeatedly come up. Here we wanted to see how the work of a writer from the so-called lower class of society has been presented in the light of lower class consciousness.

Discussion

চলমান সবকিছুর মতো 'নিম্নবর্ণের ইতিহাস চর্চা'র একটা গতি আছে, রয়েছে বিধি। শুধু ইতিহাসের অন্তরে ঝড় তোলেনি বরং আলোড়ন সৃষ্টি করেছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও। 'subaltern studies' এর বিশিষ্ট লেখক রনজিত গুহ 'subaltern' ইংরেজি শব্দটির বাংলা পারিভাষিক হিসেবে 'নিম্নবর্ণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্ণীয় মানুষের আত্মস্বর শুধু আধুনিক সাহিত্যে প্রস্ফুটিত হয়নি বরং সাহিত্য রচনার শুরুতেই নিম্নবর্ণীয় মানুষের জীবন যন্ত্রণার নিদারুণ দলিল হয়ে রয়েছে। যেমন- চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদাবলী ও গীতিকাগুলি তার খতিয়ান।

আধুনিক সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈতমল্ল বর্মণ, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, অভিজিৎ সেন প্রমুখ ব্যক্তিও নিম্নবর্ণের মানুষের ঘাত-প্রতিঘাত, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। একুশ শতকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, উৎপাদন কাঠামো, শ্রেনিবিন্যাস সমাজ বিবর্তনের ক্রমধারা এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ স্বরূপ কলম ধরেছেন মরমি লেখক হরিশংকর জলদাস।

“চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান।”^১

‘সভ্যতার পিলসুজ’-ই আজকের পরিভাষায় সাবঅলটার্ন অর্থাৎ নিম্নবর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই অখ্যাত লোকেদের যে স্বরূপের কথা বলেছেন তা নিম্নবর্ণের বহিরঙ্গ। তাহলে কাকে বলব নিম্নবর্ণ? রণজিৎ গুহের মতে ব্রাত্য, দলিত, অন্ত্যজ, প্রান্তিক যাই বলি না কেন, তাদের এক ছাদের, এক পরিভাষায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সাবঅলটার্ন বা নিম্নবর্ণ।

‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ সমালোচনাতত্ত্ব মূলত উত্তর ঔপনিবেশিকচর্চার অন্তর্ভুক্ত। বিশ শতকে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ অন্যতম। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন, ঔপনিবেশিক শাসনে যেকোনো ধরনের অধীনতা ও ক্ষমতার সূত্রে নিপীড়িত বিনস্ত যারা তারাই নিম্নবর্ণ। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে অচ্ছুত, গৃহভৃত্য, আদিবাসী, নিরক্ষর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু ও প্রান্তিক, অপর শ্রেণি হল নিম্নবর্ণ। ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ এর প্রথম খন্ড প্রকাশের পর নিম্নবর্ণকে নতুন দৃষ্টিতে, নতুন চেতনা ও তথ্যের আলোকে দেখার অবকাশ পাওয়া গেল। কারণ

বাংলাদেশের একজন জেলে পল্লীর সন্তান জেলে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা বারবার উঠে এসেছে। এখানে আমরা দেখতে চেয়েছি নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের সাহিত্যিকের রচনা কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক হলেন হরিশংকর জলদাস। ১৯৫৩ সালের ৩ মে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের এক জেলে পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার শৈশব এবং কৈশোরের পুরোটা কেটেছে পতেঙ্গার কৈবর্তপাড়ায়। বাবা যুধিষ্ঠির জলদাস পেশায় ছিলেন জেলে। বংশের প্রথম শিক্ষিত বানাবার স্বপ্ন দেখে যুধিষ্ঠির তাকে স্কুলে পাঠান। গ্রাম থেকে দুই মাইল দূরে আদাব স্যার নামে পরিচিত দেবেন্দ্রলাল দে'র পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষাজীবনের শুরু। তিনি পতেঙ্গা উচ্চবিদ্যালয়ে ১৯৬৬ সালে ভর্তি হয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করে ১৯৭১ সালে এসএসসি পাশ করেন। এরপর চট্টগ্রাম কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে তিনি 'নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন' বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৮২ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাতেও অপমানের শেষ ছিল না। সামাজিক অপমানের জ্বালা মেটানোর জন্যই তিনি লিখতে বসেন। তাই তার প্রতিটি লেখাতেই তারই জীবন অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। জল ও জলমগ্ন নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষজন তাঁর কথাসাহিত্যের প্রিয় বিষয়। তাই 'কৈবর্ত কথা' গ্রন্থে তিনি বলেছেন –

“ঠাকুমা পরানেশ্বরী জীবন সংগ্রামের শুরু। হার মানেননি তিনি। পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি করেছেন। হায়েনাদের হাত থেকে নিজেকে বাচিয়েছেন। একমাত্র ছেলেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়েছে আমি পরবর্তী জন্মেও জেলের ঘরে জন্মাতে চাই। যে অর্ধশিক্ষিত জেলে দম্পতি নিজের ঘরের টিন বিক্রি করে ছেলের পরীক্ষার ফি দেন, যে অশিক্ষিত দাদীমা ঝড়জলের গভীর রাতে নাটিকে হারিকেনের আলোয় কর্দমাক্ত পথ দেখাতে দেখাতে প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি থেকে কালো মাটির জেলে পল্লীতে নিয়ে আসেন, যে পল্লীতে সহোদররা অর্ধপথে নিজেদের পড়া থামিয়ে দিয়ে দাদার পড়ার সহযোগিতা করে দেয়, সেই সমাজে আমি বারবার জন্মাতে চাই।”^২

সমাজের এই অবহেলিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষরাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস তার সৃজনবিশ্বে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষের কথা বলেছেন। তাদের সাংস্কৃতিক অর্থাৎ জীবনযাপনের পদ্ধতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আচার-সংস্কার-বিশ্বাস-অবিশ্বাস-ধর্মমত ও খাদ্যাভ্যাসকেও সমাজ বর্ণনার ঠিক আবশ্যিক উপাদান স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আমরা জানি, সমাজের বিন্যাস, সচলতা ও মানবতাই মানব সভ্যতার ইতিহাস নির্মাণ করে। যদিও ইতিহাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের তথ্য প্রদান করে না, কিন্তু সাহিত্য মানুষের সেই গলিঘুচিতে প্রবেশ করে খুঁটিনাটি তথ্য কখনো অভিজ্ঞতা আবার কখনো কল্পনার আশ্রয়ে তুলে আনে। যা ইতিহাসের মতো সাহিত্যেরও একটি সামাজিক ভিত্তি স্থাপন করে। হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গীয় সমাজের রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর 'জলপুত্র' (২০০৮), 'দহনকাল' (২০১০), 'কসবি' (২০১১), 'রামগোলাম' (২০১২), 'মোহনা' (২০১৩), 'একলব্য' (২০১৬), 'অর্ক' (২০১৭), 'সুখলতার ঘর নেই' (২০১৯), 'প্রস্থানের আগে' (২০১৯), 'কুস্তীর বস্ত্রহরণ' (২০২১) ইত্যাদি নির্বাচিত উপন্যাসে।

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে উচ্ছেদ ও বঞ্চনার কথামালাই লিপিকৃত হয়নি, লিপিকৃত হয়েছে প্রতিবাদী প্রতিস্বরও। ফলে লড়াইয়ের এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তাঁর উপন্যাসে দেখা যায়। জেলে পাড়ার দরিদ্র, অবহেলিত, অনালোকিত বাংলাদেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠী তার লেখাতেই শুধু নয়, জীবনেও ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কারণ তিনি ছিলেন দরিদ্র জেলের সন্তান। তাই অদ্বৈত মল্ল বর্মনের পরে যদি কোন জেলের সন্তান জেলেজাতিকে সময়ের দর্পনে তুলে ধরেন তিনি হলেন হরিশংকর জলদাস।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস একজন জেলে সন্তান। তিনি বাংলাদেশের জেলে পল্লীতে জীবন যাপন করেছেন। ফলে তার উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই জেলে পল্লীর জীবনযাপনকে উঠে আসতে দেখেছি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন -

প্রেক্ষাপট শব্দটির বিস্তৃত অর্থ যদি মানুষজন হয় তাহলে আমি জেলেদের নিয়ে লিখেছি, ‘প্রেক্ষাপট’ মানে যদি সমাজ হয় তাহলে আমি ধীর সমাজ নিয়ে লিখেছি, ‘প্রেক্ষাপট’ মানে যদি ভাষা হয় তাহলে আমার লেখায় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছি। জলদাসের উপন্যাস জুড়ে জেলেসমাজ তো রয়েছেই, পাশাপাশি মুচি, মেথর, ভিখারী, দারোয়ান, গোয়ালা, মাঝি, নাপিত, পতিতা, কৃষক, কেরানি, পিয়ন, মালি ও সমাজের খেটে খাওয়া মানুষেরাও ঘটনাচক্রের প্রসঙ্গে অনুসঙ্গে উঠে এসেছে। নিচু তলার মানুষদের নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি জানান সাধারণ মানুষ, অবহেলিত মানুষ, নিত্যদিন লাথিঝাঁটা খাওয়া মানুষগুলোর জীবনকথা আমার লেখায় বারবার উঠে আসে। ওই কিল-ঘুঘি-লাথি-ঝাঁটা খাওয়া মানুষ আমিও। আমি যে সমাজে জন্মেছি তারাও। ওদের আমি ভালো করে চিনি। তাই ওদের নিয়ে লিখি।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা সকল সমাজেই আছে। কিন্তু সেই উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে নানা শ্রমবিভাগ। সেই শ্রমবিভাগ পেশার ভিত্তিতে হতে পারে, আবার নারী পুরুষ অর্থাৎ লিঙ্গ ভেদেও হতে পারে। হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে জেলে, মুচি, মেথর, পতিতা, চাষীরা স্থান পেয়েছে বলে তাদের শ্রম বিভাগ ও পেশার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক জীবন জানা অনেকটাই সম্ভব। ‘জলপুত্র’, ‘প্রস্থানের আগে’, ‘অর্ক’, ‘দহনকাল’ প্রভৃতি উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। ‘দহনকাল’ উপন্যাসে রাধানাথের মা সংসারে আরও একটু বেশি উপার্জনের আশায় মাছ বিক্রয়কারী হয়েছে। দেখা যায় বিহারীরা বহদারদের কাজ থেকে বাকিতে মাছ কেনে এবং পাড়ায় বাজারে মাছ বিক্রি করে দিনশেষে বহদারের টাকা মিটিয়ে আসে। টাকা মিটিয়ে দিয়ে আসার ক্ষেত্রে দেখা যায় -

“বউকে দিয়ে বহদারের টাকা পাঠানোর রেওয়াজ জলদাসদের মধ্যে আছে। বউরা কাকুতিমিনতি করে বহদারকে কম টাকা গছাতে পারে।”^৩

বোঝাই যায় অর্থ ব্যয়কে সামান্য লাঘব করা ও পরিবারের জন্য সামান্য অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে জেলেরা তাদের স্ত্রীদের বহদারদের কাছে পাঠায়। দেখা যায়, মাছ বিক্রি শেষে লভ্যাংশ দিয়ে চাল-ডাল-সবজি কিনে বাড়ি ফিরলে তবে তাদের উনুনে আগুন জ্বলে আর লোকসান হলে সপরিবারে না খেয়ে থাকে। অন্যদিকে ‘রামগোলাম’ উপন্যাসে মেথর সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে জেলেদের মতো দিন আনা দিন খাওয়ার নিত্য অভাব না থাকলেও চাকরির নামমাত্র বেতনে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে তাদের। ফলে দেখা যায় শুধু পুরুষরাই নয়, পরিবারের নারীরাও কর্পোরেশনে ঝাড়ুদারের কাজ করে। গুরুচরণ কর্পোরেশনে ময়লা টিনার গাড়ির ড্রাইভার। তার স্ত্রী অঞ্জলি ঝাড়ুদার ও ছেলে ট্রাক থেকে ময়লা তোলা ও নামানোর কাজ করে। ‘কুস্তীর বস্ত্রহরণ’ উপন্যাসে কুমোর সমাজের এক খণ্ড চিত্র তুলে ধরেছেন। চেয়ারম্যান আব্দুল কাসেমের নজরে পড়ে কুমোর পাড়ার শ্মশানটি। সেখানে তিনি বাগানবাড়ি বানাতে চায়। শেষ পর্যন্ত ভয়ডর, অত্যাচার দেখিয়ে জায়গাটি দখল করে নেয়। এইভাবে হয়তো নিম্নবর্গীয় মানুষেরা অসহায় হয়ে পড়ে উচ্চবর্গের কাছে।

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে রাজনৈতিক পটভূমি এক বিশেষ সময় জুড়ে রয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের কালপর্বে নিম্নবর্গীয় মানুষেরাও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাজনীতির ময়দানে নেমেছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের পরিচয় বহন করেছে রাজাকার। ‘দহনকাল’ উপন্যাসে মীরজাফর আব্দুল খালেক জেলেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও সৈন্যদের সঙ্গে সহকারিতা করেছে -

“দিন সাতকের মধ্যে পাকিস্তানি হায়েনারা উত্তর পতেঙ্গার জনজীবন অস্থির করে তুললো তাদের সঙ্গে জুটলো মীরজাফরের দল। আব্দুল খালেক ও তার রাজাকার বাহিনী পাকিস্তানি বর্বরদের সঙ্গে একজোট

হয়ে বাড়ি বাড়ি ঢুকে পড়লো। ধরে আনতে লাগলো যুবক কিশোর মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধদের। দিনের বেলায়, সন্দের সময় মানুষ সংগ্রহের উল্লাসে নারী ধর্ষণ শুরু করল বর্বররা।”^৪

স্থানীয় ক্ষমতাসালী মীরজাফর ব্যক্তিদের প্রলোভনের জালে ফাঁসিয়ে পাকিস্তানি সেনারা তাদের সাহায্যে সমগ্র গ্রামে ত্রাস ও রাজাকার বাহিনী গঠন করলো, যাতে শাসন ও শোষণ কার্যে সুবিধা হয়। ফলে উচ্চবর্ণের রাজনীতির হাত মজবুত করেছে এই নিম্নবর্ণের কিছু ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা।

‘মোহনা’ উপন্যাসে দেখা যায় যে চন্ডককে রাজা ভীমসেন একদা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে রাজপ্রাসাদে ঠাই দিয়ে তাকে পুত্রের মর্যাদা দিয়েছিল, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিল সেই একদিন পাল রাজাদের সঙ্গে চক্রান্ত করে কৈবর্তরাজ ভীমসেন তথা সমগ্র কৈবর্তসমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে শুধু রাজনীতির প্রসঙ্গ আসেনি, সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নিম্নবর্ণীয় মানুষদের জাতীয়তাবাদী চেতনা। সেদিন দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল পিছিয়ে পড়া এই বাঙালিরা। কেউ কেউ আবেগে কেউ স্বৈচ্ছায় কেউ স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ‘অর্ক’ উপন্যাসে দেখি জেলেপাড়ার জেলেসন্তান দিবাকর মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে সে প্রভাবিত হতে থাকে। বাবা-মায়ের নজর এড়িয়ে সে মিছিলে যেতে পারে না, কিন্তু সব খবর রাখে -

“কী দরকার মা আর বেশি পড়ার। যা পইড়েছি অনেক পইড়েছি। দিবাকর এইসময় ঘরে বসে থাকে কী করে? পড়ে থাক লেখাপড়া, ভেসে যাক পরীক্ষা। মিছিলে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে শ্লোগান দিল- বীর বাঙালি অস্ত্র ধর।”^৫

তারপর দিবাকর একদিন মুক্তিযোদ্ধা রহমালি সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিম্নবর্ণের মানুষেরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তারপরেও কি আমরা বলতে পারি নিম্নবর্ণের জাতীয়তাবাদী চেতনা নেই।

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে সামাজিক বৈষম্য ততটা না থাকলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে। ফলে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল ও ক্ষমতাবান নিম্নবর্ণ একই সমাজে বসবাস করেও সর্বহারাদের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। দেখা গিয়েছে সাধারণের ওপর তাদের অন্যায়, শোষণ ও বঞ্চনার নানারূপ। তবে এই শোষণ বঞ্চনা কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয় সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে দেখা যায় বর্ণ হিন্দুরা জেলেদের ঘৃণা মিশ্রিত চোখে দেখেছে। কারণ সমাজে তারা নিম্নবর্ণের মানুষ। দেখা যায়, গঙ্গাপদ স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর বর্ণহিন্দু পরিবারের সন্তানরা তার থেকে দূরে দূরে থাকে।

শ্রেণীবিভাজিত সমাজ হিন্দুদের মান্যতা দিলেও জেলেসম্প্রদায় করুণার পাত্র। ঘৃণা, তিরস্কার ও বঞ্চনা গঙ্গার মতো এক কিশোর মনে বিদ্যালয়, পড়াশোনা, সহপাঠী অসহনীয় হয়ে ওঠে। ‘রামগোলাম’ উপন্যাসে দেখি, বাবু জমাদারের ছেলেটি কোর্টহিলের চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি চাপা পড়ে থাকলেও মেথর সন্তান বলে কেউ তাকে ছুঁয়ে দেখেনা। ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসে জাতিভেদের ঘণ্যরূপ আমরা লক্ষ্য করি। শিকলভাঙ্গা গ্রামে নাপিতরা জেলেদের চুল কাটে না। শুধু জেলে নয়, মুচি-ধোপা এদেরও চুল কাটতে তাদের আপত্তি। কারণ নাপিতরা জেলে-মুচি-ধোপাদের থেকে নিজেদের নিচুজাতের বলে মনে করে। তাদের মতে, উঁচুজাতি নিচুজাতির মানুষদের কোনরূপ সেবা করে না।

‘সুখলতার ঘর নেই’ উপন্যাসটিতেও মৎস্য সমাজের আড়ালে মানব সমাজের কথা ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে দেখা যায় জেলে-মেথর-পতিতা সমাজের মতোই মৎস্য সমাজেও সর্দার রয়েছে। এই সর্দারের হাতেই সমগ্র গ্রামের দায়ভার। ক্ষমতার লোভে পঞ্চু তার পিতা বিনোদকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে এবং নিজে হয়ে ওঠে ওই সমাজের সর্দার -

“সর্দার হয়েই পঞ্চু শাসনের সঙ্গে শোষণকে যুক্ত করল। সে কোন নিয়ম প্রথার তোয়াক্কা করল না।”^৬

আধুনিকতার অন্যতম একটি দিক হল শ্রেণীবিভাজন ও একতার অভাব। তথাকথিত ভাবে আমরা আধুনিক সমাজের বাসিন্দা, তবে এই সমাজের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে উচু তলার মানুষরা। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে এখনো বঞ্চিত। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষের বৈষম্য যেমন এখনো পর্যন্ত এক বৃহৎ সামাজিক সমস্যা তেমন ভাবে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের নিজেদের পরিচিত লাভ, অবমাননা, শোষণ ও সুরক্ষার অভাব এক অনস্বীকার্য সামাজিক সমস্যা। অর্থাৎ হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে নিম্নবর্ণীয় মানুষরা বিভিন্নভাবে শোষণ ও পীড়নের মুখোমুখি হয়েছে। সাময়িকভাবে মার খেয়ে মার সহ্য করলেও একটা সময় তাদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার উদ্ভব হয়েছে, যা পরবর্তীকালে তাদের সম্যক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম করেছে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রাশিয়ার চিঠি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৮, পৃ. ১
২. জলদাস, হরিশংকর, *কৈবর্ত কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৩
৩. জলদাস, হরিশংকর, *দহনকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৮
৪. তদেব, পৃ. ৭৯
৫. জলদাস, হরিশংকর, *অর্ক*, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১০
৬. জলদাস, হরিশংকর, *সুখলতার ঘর নেই*, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৪৪

Bibliography:

- আজিজ, মহীবুল : বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২
- কর, রনজিত : প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিকজন, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯
- দেবসেন, সুবোধ : বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০১২
- বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা : স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পা.): দলিতের আখ্যানবৃত্ত, মৃত্তিকা, কলকাতা, ২০১০
- মন্ডল, বিপুল : বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষ, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ২০১৩
- মুহাম্মদ, মহি : হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১৭
- রায়, সত্যেন্দ্র : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০
- সেন, মজুমদার জহর : নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭
- হাসান, মোঃ মেহেদী : বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন, মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮